ইউনিট ৪

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি
Double Entry System

ভূমিকা

হিসাববিজ্ঞানের দ্বৈতসত্তা ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনে দুটি হিসাব খাত অন্তর্ভুক্ত থাকে। একটি সুবিধা গ্রহণ করে এবং অপরটি সুবিধা প্রদান করে। হিসাবভুক্ত করার জন্য লেনদেনের সংশ্লিষ্ট হিসাব খাতসমূহ চিহ্নিত করতে হয় এবং হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় এবং হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। এই ইউনিটে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, ডেবিট ও ক্রেডিটের সংজ্ঞা এবং ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি
Double Entry System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

হিসাবের পদ্ধতি (Accounting System)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের লেনদেন হিসাভুক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরন করতে হয়, যাতে ব্যবসায়ের কার্যফল ও আর্থিক অবস্থা সহজে নির্ণয় করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System)
২। এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Single Entry System)

হিসাব রাখার একমাত্র পূর্ণাংঙ্গ, সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হল দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি। আর দু'তদফা দাখিলা পদ্ধতির ত্রুটিপূর্ণ বা আংশিক প্রয়োগকে এক তরফা বা অসম্পূর্ণ হিসাব পদ্ধতি বলে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System)

প্রতিটা লেনদেন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দুটি দিককে সমপরিমাণে এবং বিপরীতভাবে প্রভাবিত করে। যে পদ্ধতিতে উপরোক্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী দুটি দিক বা পক্ষকে একই সংগে হিসাবভুক্ত করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

হিসাববিজ্ঞানের দ্বৈতসত্তা ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ বা হিসাব সংশ্লিষ্ট থাকে। এক পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে (Debtor) এবং অপর পক্ষ সুবিধা প্রদান করে (Creditor)। যে হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষ বা হিসাবের একটিকে ডেবিট ও অন্যটিকে ক্রেডিট করে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। যেমন ঃ নগদ মূল্যে ২০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হল। এখানে সংশ্লিষ্ট হিসাব দুটি হল ঃ নগদান হিসাব ও বিক্রয় হিসাব। একটি হিসাবকে (নগদান হিসাব) ডেবিট ও অন্যটিকে (বিক্রয় হিসাব) ক্রেডিট করে হিসাবভুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি। লেনদেনের মধ্যস্থিত একটি হিসাব ডেবিট হলে অপরটি সমপরিমাণ টাকার অংকে ক্রেডিট হবে। আবার একটি ক্রেডিট হলে অপরটি ডেবিট হবে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। ইতালীয় ধর্মযাজক ও গণিতশাস্তবিদ লুকা ডি প্যাসিওলি প্রথম দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর বই লিখেন। যুগের চাহিদা ও পরিবর্তনশীল ব্যবসায় জগতের প্রয়োজনে হিসাববিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিই মূলভিত্তি হিসাবে পরিগণিত।

সংক্ষেপে বলা যায়, যে হিসাব ব্যবস্থায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈতসত্তায় বিশ্লেষণ করে সম অংকের টাকা দ্বারা একটি হিসাব পক্ষকে ডেবিট ও অন্য হিসাব পক্ষকে ক্রেডিট করে হিসাবভুক্ত করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Features of Double Entry System) ঃ

বর্তমান শতাব্দীতেও দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বিশ্বে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও সর্বোত্তম হিসাব পদ্ধতিরূপে গণ্য হয়ে আসছে। এ হিসাব পদ্ধতির কিছু মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য এটা অন্যান্য হিসাব পদ্ধতি থেকে বেশী গ্রহণযোগ্য। নিম্নে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল ঃ

১. **দুটি পক্ষ নির্ণয় ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনের সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা হিসাব দুটি নির্ণয় করে তারপর হিসাবভুক্ত করতে হয়।

২. **দাতা ও গ্রহীতা ঃ** লেনদেনে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা হিসাব দুটির একটি সুবিধা গ্রহণ করে এবং অন্যটি সুবিধা প্রদান করে। সুবিধা গ্রহণকারী পক্ষকে গ্রহীতা (Debit) এবং সুবিধা প্রদানকারী পক্ষকে দাতা (Credit) বলা হয়।

৩. **ডেবিট ও ক্রেডিট ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিটা হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবভুক্ত করা হয়। হিসাবের বাম দিককে ডেবিট এবং ডান দিককে ক্রেডিট বলে। লেনদেনের এক পক্ষ ডানদিকে লিপিবদ্ধ করলে অপরটি বাম দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪. **সমমূল্যের লেনদেন ঃ** প্রতিটি লেনদেনের দাতা যে পরিমাণ অর্থ মূল্যের সুবিধা প্রদান করে গ্রহীতা সমপরিমাণ অর্থ মূল্যের সুবিধা গ্রহণ করে। অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট সর্বদাই সমপরিমাণ অর্থ মূল্যের হয়ে থাকে।

৫. **পৃথক সত্তা ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মালিক থেকে পৃথক বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা বলে গণ্য হয়।

৬. **নির্ভুল হিসাব ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

৭. **বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ঃ** এই পদ্ধতিতে সমস্ত *লেনেদেনের সঠিক হিসাব রাখা হয় এবং হিসাব থেকে বিস্ত* ারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভ করা যায়।

৮. **বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ হিসাব ব্যবস্থা ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ (যেমন, হিসাব সমীকরণ) প্রয়োগ করা হয় এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের কার্যফল ও আর্থিক অবস্থা জানা যায়।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Double Entry System)

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব রাখার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে অনেক ব্যবহারিক সুবিধা পাওয়া যায়। ছোট, বড় ব্যবসায়ি, অব্যবসায়ী সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখা যায়। নিম্নে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা বর্ণনা করা হল ঃ

১. **লেনদেনের পরিপূর্ণ হিসাব ঃ** এ পদ্ধতিতে লেনদেনের দুটি পক্ষকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় বলে নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিটি লেনদেনের প্রকৃতি, পরিমাণ ও ফলাফল নির্ভরযোগ্য উপায়ে নির্ণয় করা যায়।

২. **গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই ঃ** এ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি লেনদেনের এক পক্ষকে ডেবিট ও অপর পক্ষকে সমপরিমাণ অর্থে ক্রেডিট করে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে সমস্তলেনদেনের মোট ডেবিটের পরিমাণ মোট ক্রেডিটের সমান হতে বাধ্য। কোন নির্দিষ্ট সময় পর রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

৩. **আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ব্যবাসায়ের মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় সংক্রান্তলেনদেনগুলোর পরিপূর্ণ হিসাব রাখা হয়। ফলে বছর শেষে ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের মোট ও নীট লাভ বা লোকসান নির্ণয় করা যায়।

৪. **আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ঃ** আর্থিক অবস্থা বলতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চলতি ও স্থায়ী সম্পদ, মূলধন ও দায়ের পরিমাণকে বুঝায়। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেনের পরিপূর্ণ হিসাব রাখা হয়। ফলে হিসাবকাল শেষে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করে আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়।

৫. **দেনা-পাওনা নির্ধারণ ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সমস্তব্যক্তিক হিসাবগুলো সঠিকভাবে রাখা হয়। ফলে দেনাদার পাওনাদার ও ঋণ সংক্রান্ত দায়ের পরিমাণ জানা যায় এবং নিস্‌ত্তিতে *সুবিধা হয়।*

৬. **তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ** এ পদ্ধতিতে পূর্ণাংঙ্গ হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। ফলে বিভিন্ন বৎসরের কার্যফল ও আর্থিক অবস্থা তুলনা করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

৭. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ** এ পদ্ধতিতে ব্যয় সংক্রান্তসকল হিসাব সঠিকভাবে রাখা হয়। ফলে কোন খাতের কত ব্যয় হওয়া উচিত তা প্রকৃত ব্যয়ের সাথে তুলনা করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেয়া যায়।

৮. **আয়কর, ভ্যাট ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ঃ** এ পদ্ধতিতে সকল আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখা হয় যার ভিত্তিতে আয়কর, ভ্যাট ও অন্যান্য কর বিবরণী প্রস্তুত করা সহজ হয় এবং তা কর কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

৯. **ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিচার ঃ** এ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন থেকে হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুপাতের সাহায্যে মুনাফা অর্জন, সম্পদ ব্যবহার ও দায় পরিশোধের ক্ষমতা ও দক্ষতা বিচার করা সম্ভব।

১০. **মূল্য নির্ধারণ ঃ** এ প্রক্রিয়ায় হিসাব সংরক্ষণ করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক পণ্যমূল্য ও অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ সহজ হয়।

১১. **ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ ঃ** লেনদেনের উভয় পক্ষের হিসাব সংরক্ষিত হয় বলে ভুল ও জালিয়াতি সহজেই ধরা পড়ে এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

১২. **তথ্য সরবরাহ ঃ** ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য তথ্য এ পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাব থেকে প্রণীত বিবরণী ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে সহজেই লাভ করা যায়।

১৩. **জবাবদিহিতা সৃষ্টি ঃ** এ পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাব নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

১৪. **সহজ প্রয়োগ ঃ** এ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ও স্বর্ণসূত্রের সাহায্যে লেনদেন বিশ্লেষণ করে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকরণ অত্যন্তসহজ। ফলে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে এটি সহজেই প্রয়োগ করা যায়।

পাঠ সংক্ষেপ

- যে হিসাব ব্যবস্থায় লেনদেনের দ্বৈতসত্ত্বা বিশ্লেষণ করে এক পক্ষকে ডেবিট ও অন্য পক্ষকে ক্রিডিট করে হিসাবভুক্ত করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি বলে। এটি একমাত্র পূর্ণাংঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত হিসাব পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে লেনদেনের পূর্ণ হিসাব, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়, ব্যয় ও কর নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় তথ্য লাভসহ অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি হিসাব পদ্ধতি নয়?
ক. এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি খ. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি
গ. তিন তরফা দাখিলা ঘ. সবগুলোই।

২। কোনটি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে করা হয়?
ক. প্রতিটি লেনদেন দুইবার হিসাবভুক্ত করা হয় খ. প্রতিটি লেনদেন দ্বৈতসত্তা বিশ্লেষণ করে হিসাবভুক্ত করা হয়
গ. প্রতিটি লেনদেন দুটি হিসাব বইতে লেখা হয় ঘ. প্রতিটি লেনদেনের জন্য দুইবার টাকার অংকভুক্ত করা হয়

৩। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি
ক. বিজ্ঞান সম্মত হিসাব পদ্ধতি খ. পূর্ণাংঙ্গ হিসাব পদ্ধতি
গ. নির্ভরযোগ্য হিসাব পদ্ধতি ঘ. সবগুলোই

৪। কোন্‌টি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য?
ক. দুটি পক্ষ নির্ণয় খ. সমমুল্যের লেনদেন
গ. নির্ভুল হিসাব ঘ. সবগুলোই

৫। কোন্‌টি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. দাতা ও গ্রহীতা নির্ণয় খ. নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান
গ. বিজ্ঞানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা ঘ. মুনাফা অর্জন

৬। কোন্‌টি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা?
ক. লেনদেনের পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ খ. ব্যবসায়ের কার্যফল নির্ণয়
গ. আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ঘ. সবগুলোই

৭। কোন্‌টি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা নয়?
ক. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ খ. আয়কর ও ভ্যাট নির্ণয়
গ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ঘ. দেনা-পাওনা নির্ধারণ

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা দিন।
২. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।
৩. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়ম (Rules for Determining Debit and Credit)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ডেবিট, ক্রেডিট কি তা বলতে পারবেন
- ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের হিসাব সমীকরণভিত্তিক নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের সনাতন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

ডেবিট এবং ক্রেডিট (Debit and Credit)

হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়ম জানতে হলে প্রথমে ডেবিট ও ক্রেডিট বলতে কি বুঝায় তা জানা প্রয়োজন।

ডেবিট এবং ক্রেডিট সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সহজ নয়। ডেবিট শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ খরচ বা বিকলন। আর ক্রেডিট শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ জমা বা আকলন। আমরা জানি, প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ বা হিসাব সংশ্লিষ্ট থাকে। এক পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে, অপর পক্ষ সুবিধা প্রদান করে। সুবিধা গ্রহণকারী পক্ষকে ডেবিট এবং সুবিধা প্রদানকারী পক্ষকেকে ক্রেডিট বলা হয়। প্রকৃত অর্থে, হিসাব বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী ডেবিট বলতে হিসাবের বাম পার্শ্বকে বুঝায়। আর ক্রেডিট বলতে হিসাবের ডান পার্শ্বকে বুঝায়। ডেবিট করা বলতে কোন লেনদেনের এক পক্ষকে হিসাবের বাম পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করা বুঝায় এবং ক্রেডিট করা বলতে লেনদেনের অপর পক্ষকে সংশ্লিষ্ট হিসাবের ডান পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করা বুঝায়। যেমন: জনাব রহমান ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। লেনদেনটিতে অন্তর্ভুক্ত হিসাব দুটি হলো 'নগদান হিসাব' ও 'মূলধন হিসাব'। নগদান হিসাব ডেবিট হবে এবং মূলধন হিসাব ক্রেডিট হবে। অর্থাৎ নগদান হিসাবের ডেবিট তথা বাম পাশে ১,০০,০০০ টাকা লিখতে হবে এবং মূলধন হিসাবের ক্রেডিট তথা ডান পাশে ১,০০,০০০ টাকা লিখতে হবে। ডেবিট ও ক্রেডিটকে সংক্ষেপে যথাক্রমে ডে: ও ক্রে: দিয়ে বুঝানো হয়।

হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়ম (Rules for Determining Debit and Credit) ঃ

হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট দুই নিয়মে নির্ণয় করা যায়। যথা-

১. প্রচলিত বা হিসাব শ্রেণীভিত্তিক নিয়ম
২. আধুনিক বা হিসাব সমীকরণভিত্তিক নিয়ম

১. প্রচলিত বা হিসাব শ্রেণীভিত্তিক নিয়ম (Traditional or Accounts class-based Rules) ঃ প্রতিটি লেনদেনের সাথে জড়িত হিসাব দুটি চিহ্নিত করে তাদের কোনটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা নির্ণয় করতে হবে। এরপর নিম্নের সূত্র অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ধারণ করতে হবে ঃ

ক. ব্যক্তিবাচক হিসাব (Personal Account) ঃ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন হলে যদি ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুবিধা গ্রহণ করে তাহলে ডেবিট আর যদি সুবিধা প্রদান করে তাহলে ক্রেডিট হবে।

খ. সম্পত্তিবাচক হিসাব (Real Account) ঃ লেনদেনের মাধ্যমে ব্যবসায়ে কোন সম্পত্তি আসলে উক্ত হিসাব ডেবিট এবং কোন সম্পত্তি ব্যবসায় থেকে চলে গেলে তা ক্রেডিট হবে।

গ. নামিক হিসাব (Nominal Account) ঃ ব্যবসায়ের সমস্ত ব্যয়, খরচ বা ক্ষতি সংক্রান্ত হিসাব ডেবিট এবং আয় বা লাভ সংক্রান্তহিসাব ক্রেডিট হবে।

ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের উপরোক্ত নিয়মাবলী সুস্□ষ্ট *এবং যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। তাই উক্ত নিয়মাবলীকে* ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের স্বর্ণসূত্র (Golden Rules) বলা হয়।

সহজে মনে রাখার জন্য ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের স্বর্ণসূত্রটি সংক্ষেপে বলা যায়-

ক. ব্যক্তিবাচক হিসাব ঃ গ্রহীতা ডেবিট এবং দাতা ক্রেডিট
খ. সম্পত্তিবাচক হিসাব ঃ আগত সম্পত্তি ডেবিট এবং নির্গত সম্পত্তি ক্রেডিট
গ. নামিক হিসাব ঃ ব্যয়, খরচ ও ক্ষতি ডেবিট এবং আয় ও লাভ ক্রেডিট।

দুটি উদাহরণের সাহায্যে ধারণাটা আরো পরিষ্কার করা যায় ঃ

জনাব ফাহিম কে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হল। এই লেনদেনে ফাহিম একজন ব্যক্তি এবং সুবিধা গ্রহণ করছে তাই ডেবিট এবং নগদ একটি সম্পত্তি এবং ব্যবসায় থেকে চলে যাচ্ছে তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট হবে। ভাড়া প্রদান করা হল ১০,০০০ টাকা। এখানে ভাড়া নামিক হিসাব এবং ব্যবসায়ের ব্যয় তাই ডেবিট এবং নগদ অর্থ সম্পত্তিবাচক হিসাব এবং ব্যবসা থেকে চলে যাচ্ছেতাই নগদান হিসাব ক্রেডিট হবে।

২. **আধুনিক বা হিসাব সমীকরণভিত্তিক নিয়ম (Modern or Accounting Equation based Rules) ঃ** আধুনিক হিসাববিদগণ মনে করেন হিসাব সমীকরণ (সম্পদ = মূলধন+দায়) এর ভিত্তিতে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করা যায়। হিসাব সমীকরণের মৌলিক উপাদানগুলোর হ্রাস বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে হিসাবের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করা হয়। সমীকরণের বাম দিকের উপাদানগুলি ডেবিট এবং ডান দিকের উপাদানগুলি ক্রেডিট। সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং হ্রাস পেলে ক্রেডিট; পক্ষান্তরে মূলধন ও দায় হ্রাস পেলে ডেবিট ও বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট। ব্যবসায়ের খরচ ও লোকসান মূলধনের হ্রাস এবং আয় ও লাভ মূলধনের বৃদ্ধি ঘটায়। আয় ও লাভ ক্রেডিট এবং ব্যয় ও লোকসান ডেবিট হয়।

সংক্ষেপে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের আধুনিক নিয়ম ঃ

ক. সম্পত্তি ঃ বৃদ্ধি ডেবিট, হ্রাস ক্রেডিট
খ. খরচ/ব্যয়/ক্ষতি ঃ বৃদ্ধি ডেবিট, হ্রাস ক্রেডিট
গ. দায় ঃ বৃদ্ধি ক্রেডিট, হ্রাস ডেবিট
ঘ. আয়/লাভ ঃ বৃদ্ধি ক্রেডিট, হ্রাস ডেবিট
ঙ. মূলধন ঃ বৃদ্ধি ক্রেডিট, হ্রাস ডেবিট

উদাহরণের সাহায্য ধারণাটি পরিষ্কার করা যায়।

নগদ ২,০০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হল। এই লেনদেনের ফলে নগদ অর্থ তথা সম্পত্তি বৃদ্ধি পেল, তাই নগদান হিসাব ডেবিট হবে। অপর দিকে, মূলধন বৃদ্ধি পেল, তাই মূলধন হিসাব ক্রেডিট হবে।

মিমের কাছ থেকে বাকীতে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৫,০০০ টাকা। এখানে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় একটি খরচ তাই ডেবিট হবে এবং মিমের কাছে দায় বাড়ছে তাই মিমের হিসাব ক্রেডিট হবে।

হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের সারণী

প্রচলিত/সনাতন নিয়ম		আধুনিক নিয়ম	
ডেঃ ব্যক্তিবাচক হিসাব ক্রেঃ		ডেঃ সম্পত্তি হিসাব ক্রেঃ	
গ্রহীতা	দাতা	বৃদ্ধি	হ্রাস
ডেঃ সম্পত্তিবাচক হিসাব ক্রেঃ		ডেঃ খরচ হিসাব ক্রেঃ	
আগত	নির্গত	বৃদ্ধি	হ্রাস
ডেঃ নামিক হিসাব ক্রেঃ		ডেঃ আয় হিসাব ক্রেঃ	
খরচ ও লোকসান	আয় ও লাভ	হ্রাস	বৃদ্ধি
		ডেঃ দায় হিসাব ক্রেঃ	
		হ্রাস	বৃদ্ধি
		ডেঃ মূলধন হিসাব ক্রেঃ	
		হ্রাস	বৃদ্ধি

পাঠ সংক্ষেপ

- হিসাবের বাম পাশকে ডেবিট এবং ডান পাশকে ক্রেডিট বলে। লেনদেনের সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের জন্য দুটি নিয়ম অনুসরণ করা যায়। সনাতন নিয়মে গ্রহীতা, আগত সম্পত্তি, খরচ ও লোকসান ডেবিট এবং দাতা, নির্গত সম্পত্তি, আয় ও লাভ ক্রেডিট হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পত্তি, খরচ ও লোকসানের বৃদ্ধি এবং আয়, দায় ও মূলধনের হ্রাস ডেবিট হবে। পক্ষান্তরে, সম্পত্তি, খরচ ও লোকসানের হ্রাস এবং আয়, দায় ও মূলধনের বৃদ্ধি ক্রেডিট হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। হিসাবের ডান দিককে বলা হয়-
ক. ডেবিট খ. ক্রেডিট
গ. ব্যালেন্স ঘ. একাউন্ট

২। কোন হিসাবে ডেবিট করা বলতে বুঝায়-
ক. সংশ্লিষ্ট হিসাবের অর্থের পরিমাণ কমানো খ. সংশ্লিষ্ট হিসাবে অর্থের পরিমাণ কমানো
গ. হিসাবের ডান দিকে লিপিবদ্ধ করা ঘ. হিসাবের বাম দিকে লিপিবদ্ধ করা

৩। ডেবিট শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি?
ক. আকলন খ. বিকলন
গ. জমা ঘ. উদ্বৃত্ত

৪। ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের স্বর্ণসূত্র অনুযায়ী নামিক হিসাবে ডেবিট হবে
ক. ব্যয় খ. আয়
গ. লাভ ঘ. মূলধন

৫। স্বর্ণসূত্র অনুযায়ী সম্পত্তিবাচক হিসাবে ডেবিট হবে-
ক. আগত সম্পত্তি খ. নির্গত সম্পত্তি
গ. অবচিত সম্পত্তি ঘ. কোনটিই নয়

৬। সমীকরণভিত্তিক নিয়মে ডেবিট হয়...
ক. সম্পত্তি বৃদ্ধি খ. ব্যয বৃদ্ধি
গ. দায়হ্রাস ঘ. সবগুলোই

৭। আধুনিক নিয়মে ক্রেডিট হয়
ক. দায় বৃদ্ধি খ. আয় বৃদ্ধি
গ. মূলধন বৃদ্ধি ঘ. সবগুলোই

৮। স্বর্ণসূত্র অনুযায়ী ডেবিট হয়-
ক. ব্যক্তিবাচক হিসাবে গ্রহীতা খ. সম্পত্তিবাচক হিসাবে যা আসে
গ. নামিক হিসাবে ব্যয় ও ক্ষতি ঘ. সবগুলোই

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ডেবিট ও ক্রেডিট বলতে কি বুঝায় ?

২. ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ে স্বর্ণসূত্র ব্যাখ্যা করুন।

৩. ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ে আধুনিক নিয়ম ব্যাখ্যা করুন।

৪. ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ে সনাতন ও আধুনিক নিয়মের পার্থক্য দেখান।

পাঠ-৩

হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় ঃ হিসাব শ্রেণী ও সমীকরণভিত্তিক (Debit & Credit of Accounts under Golden Rules)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি,

- স্বর্ণসূত্র অনুযায়ী লেনদেনের হিসাবসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারবেন
- আধুনিক নিয়মে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারবেন

হিসাব শ্রেণীভিত্তিক বা স্বর্ণসূত্র অনুযায়ী হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় (Determination of Debit and Credit of Accounts under Golden Rules) ঃ

হিসাব শ্রেণীভিত্তিক বা স্বর্ণসূত্র অনুযায়ী হিসাবসমূহকে তিনভাগে ভাগ করে নিয়ম অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করা হয়।

১. ব্যক্তিবাচক হিসাবে গ্রহীতা ডেবিট এবং দাতা ক্রেডিট।

২. সম্পত্তিবাচক হিসাবে আগত সম্পত্তি ডেবিট এবং নির্গত সম্পত্তি ক্রেডিট।

৩. নামিক হিসাবে ব্যয় ও ক্ষতি ডেবিট এবং আয় ও লাভ ক্রেডিট।

নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে হিসাব শ্রেণীভিত্তিক ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় দেখানো হল ঃ

লেনদেন	সংশ্লিষ্ট হিসাব	ডেঃ ক্রেঃ	টাকা	ব্যাখ্যা
১। জনাব কাশেম ২,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন	নগদান মূলধন	ডেঃ ক্রেঃ	২,০০,০০০ ২,০০,০০০	নগদ অর্থ সম্পত্তি এবং ব্যবসায় আসছে তাই ডেবিট। মূলধন ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং দাতা তাই ক্রেডিট।
২। সালাম এন্ড কোং থেকে ৫০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়	ক্রয় সালাম এন্ড কোং	ডেঃ ক্রেঃ	৫০,০০০ ৫০,০০০	ক্রয় ব্যবসায়ের খরচ তাই ডেবিট। সালাম এন্ড কোং একটি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবাচক হিসাব। সুবিধা প্রদান করছে তাই ক্রেডিট।
৩। ইসলামী ব্যাংকে হিসাব খোলা হল ৪০,০০০ টাকা জমা দিয়ে।	ইসলামী ব্যাংক নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	৪০,০০০ ৪০,০০০	ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং সুবিধা গ্রহণকারী তাই ডেঃ। নগদ অর্থ সম্পত্তি বাচক হিসাব। নগদ অর্থ চলে যাচ্ছে তাই ক্রেডিট।
৪। ৬০,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হল	ক্রয় নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	৬০,০০০ ৬০,০০০	ক্রয় নামিক হিসাব এবং খরচ তাই ডেবিট। নগদ অর্থ সম্পত্তি চলে যাচ্ছে। তাই ইহা ক্রেডিট।
৫। হাসান কোং এর নিকট পণ্য বিক্রয় করা হল ১,০০,০০০ টাকা।	হাসান কোং বিক্রয়	ডেঃ ক্রেঃ	১,০০,০০০ ১,০০,০০০	হাসান কোং ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং সুবিধা গ্রহণ করছে তাই ডেবিট। বিক্রয় নামিক হিসাব এবং ব্যবসায়ের আয় তাই ক্রেডিট।
৬। বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হল ২০,০০০ টাকা।	বিজ্ঞাপন নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	২০,০০০ ২০,০০০	বিজ্ঞাপন নামিক হিসাব এবং ব্যবসার খরচ তাই ডেবিট। নগদ অর্থ চলে যাচেছ তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৭। কমিশন পাওয়া গেল ২৫,০০০ টাকা।	নগদান কমিশন	ডেঃ ক্রেঃ	২৫,০০০ ২৫,০০০	নগদ অর্থ আসছে তাই নগদান হিসাব ডেবিট। কমিশন নামিক হিসাব এবং ব্যবসার আয় তাই ক্রেডিট।
৮। নগদে পণ্য বিক্রয় করা হল ৮০,০০০ টাকা।	নগদান বিক্রয়	ডেঃ ক্রেঃ	৮০,০০০ ৮০,০০০	নগদ অর্থ ব্যবসায়ে আসছে তাই ডেবিট। বিক্রয় নামিক হিসাব এবং ব্যবসায়ের আয় তাই ক্রেডিট।
৯। হাসান কোং এর নিকট	নগদান	ডেঃ	৫০,০০০	ব্যবসায় নগদ অর্থ আসছে তাই নগদান হিসাব

লেনদেন	সংশ্লিষ্ট হিসাব	ডেঃ ক্রেঃ	টাকা	ব্যাখ্যা
থেকে ৫০,০০০ টাকা পাওয়া গেল	হাসান কোং	ক্রেঃ	৫০,০০০	ডেবিট। হাসান কোং ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং দাতা তাই ক্রেডিট।
১০। বাড়ীভাড়া প্রদান করা হল ১০,০০০ টাকা।	বাড়ীভাড়া নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	১০,০০০ ১০,০০০	বাড়ী ভাড়া নামিক হিসাব এবং খরচ তাই ডেবিট। নগদ সম্পত্তিবাচক হিসাব এবং চলে যাচ্ছে তাই ক্রেডিট।
১১। সালাম এন্ড কোং কে ক্রয়কৃত পণ্যে ত্র□টি *থাকায়* ১০,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেয়া হল।	সালাম এন্ড কোং ক্রয় ফেরত	ডেঃ ক্রেঃ	১০,০০০ ১০,০০০	সালাম এন্ড কোং ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং সুবিধা গ্রহণ করছে তাই ডেবিট। ক্রয় ফেরত নামিক হিসাব ব্যয় কমচ্ছে তাই ক্রেডিট।
১২। কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হল ৩০,০০০ টাকা	বেতন নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	৩০,০০০ ৩০,০০০	বেতন নামিক হিসাব এবং খরচ তাই ডেবিট। নগদ সম্পত্তিবাচক হিসাব এবং ব্যবসা থেকে চলে যাচ্চেছ তাই ক্রেডিট।
১৩। বিদ্যুৎ খরচ প্রদান করা হল ১২,০০০ টাকা	বিদ্যুৎ খরচ নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	১২,০০০ ১২,০০০	বিদ্যুৎ খরচ নামিক হিসাব। এটি ব্যবসায়ের একটি খরচ বিধায় ডেবিট। নগদ অর্থ সম্পত্তিবাচক হিসাব ব্যবসা থেকে চলে যাচ্ছে তাই ক্রেডিট।
১৪। আইন সংক্রান্ত খরচ প্রদান করা হল ৫,০০০ টাকা	আইন খরচ নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	৫,০০০ ৫,০০০	আইন সংক্রান্ত খরচ নামিক হিসাব। নামিক হিসাব খরচ হলে ডেবিট তাই আইন খরচ ডেবিট। নগদ অর্থ সম্পত্তি চলে যাচ্ছে তাই ক্রেডিট।
১৫। জনাব কাশেম ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে ২৫,০০০ টাকা উত্তোলন করলেন।	উত্তোলন নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	২৫,০০০ ২৫,০০০	মালিক কর্তৃক উত্তোলন ব্যক্তিবাচক হিসাব। সুবিধা গ্রহণকারী বিধায় মালিকের উত্তোলন হিসাব ডেবিট হবে। নগদ অর্থ ব্যবসায়ের সম্পত্তি চলে যাচ্ছে তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট।

হিসাব সমীকরণভিত্তিক ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় (Determination of Debit and Credit on the Basis of Accounting Equation) ঃ

হিসাব সমীকরণভিত্তিক বা আধুনিক নিয়মে হিসাব সমীকরণ (সম্পত্তি=দায়+মূলধন) এর উপাদানগুলির হ্রাস-বৃদ্ধির ভিত্তিতে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করা হল। এই নিয়মে সম্পত্তি ও খরচ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং আয়, দায় ও মূলধন বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হবে। আবার সম্পত্তি ও খরচ হ্রাস পেলে ক্রেডিট এবং আয়, দায় ও মূলধন হ্রাস পেলে ডেবিট হবে। নিম্নে সমীকরণভিত্তিক ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হল ঃ

লেনদেন	সংশ্লিষ্ট হিসাব	ডেঃ ক্রেঃ	টাকা	ব্যাখ্যা
১। জনাব নাবিল ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।	নগদান মূলধন	ডেঃ ক্রেঃ	১,০০,০০০ ২,০০,০০০	নগদ অর্থ আনয়নের জন্য সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই নগদান হিসাব ডেবিট। মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই মুলধন ক্রেডিট।
২। আরাফা ব্যাংকে ৫০,০০ ০ টাকা জমা দিয়ে হিসাব খোলা হল।	আরাফা ব্যাংক নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	৫০,০০০ ৫০,০০০	ব্যাংকে হিসাব খোলায় সম্পত্তি (ব্যাংক জমা) বৃদ্ধি পেয়েছে তাই ব্যাংক হিসাব ডেবিট। অন্য দিকে নগদ অর্থ চলে যাওয়ায় সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে তাই নগদান ক্রেডিট।
৩। যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হল ২৫,০০০ টাকা	যন্ত্রপাতি নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	২৫,০০০ ২৫,০০০	যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ফলে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে তাই ডেবিট। নগদ অর্থ চলে যাওয়ায় সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে তাই নগদান ক্রেডিট।
৪। সায়েমের নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় ৪০,০০০	ক্রয় সায়েম	ডেঃ ক্রেঃ	৪০,০০০ ৪০,০০০	পণ্য ক্রয়ের ফলে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে তাই ক্রয় হিসাব ডেবিট। অন্যদিকে সায়েমের

লেনদেন	সংশ্লিষ্ট হিসাব	ডেঃ ক্রেঃ	টাকা	ব্যাখ্যা
টাকা।				নিকট থেকে ধারে ক্রয় করায় দায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই সায়েমের হিসাব ক্রেডিট।
৫। নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।	ক্রয় নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	২৫,০০০ ২৫,০০০	ক্রয়ের ফলে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই ডেবিট। আবার নগদে ক্রয়ের ফলে নগদ অর্থ চলে যাচ্ছে, ফলে সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে বলে নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৬। বিজ্ঞাপন খরচ নির্বাহ করা হল ১০.০০০ টাকা।	বিজ্ঞান নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	১০,০০০ ১০,০০০	বিজ্ঞাপন খরচ যেহেতু ব্যবসার ব্যয় তাই ডেবিট। নগদ অর্থ চলে যাচ্ছে, সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৭। সামিএন্ড কোং এর নিকট পণ্য বিক্রয় করা হল ৩০,০০০ টাকা।	সামি এন্ড কোং বিক্রয়	ডেঃ ক্রেঃ	৩০,০০০ ৩০,০০০	ধারে বিক্রয়ের জন্য সামি এন্ড কোং এর নিকট পাওনা (সম্পত্তি) বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই ডেবিট হবে। আবার বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই ইহা ক্রেডিট।
৮। নগদে বিক্রয় ৬০,০০০ টাকা।	নগদান বিক্রয়	ডেঃ ক্রেঃ	৬০,০০০ ৬০,০০০	নগদ অর্থ আসছে অর্থাৎ সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচচেছ তাই ইহা ডেবিট। বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই ইহা ক্রেডিট।
৯। বিক্রিত পন্য ফেরত পাওয়া গেল ৫,০০০ টাকা।	বিক্রয় ফেরত সামিং এন্ড কোং	ডেঃ ক্রেঃ	৫,০০০ ৫,০০০	বিক্রয় ফেরতের ফলে সম্পত্তি(মজুত) বাড়ছে এবং আয় কমছে তাই ডেবিট। সামি এন্ড কোং এর নিকট পাওনা (সম্পত্তি) হ্রাস পাচ্ছে তাই ক্রেডিট।
১০। বাট্টা পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।	নগদান বাট্টা	ডেঃ ক্রেঃ	১,০০০ ১,০০০	বাট্টা প্রাপ্তিতে নগদ অর্থ আসছে তাই নগদান হিসাব ডেবিট। বাট্টা একটি আয় তাই বাট্টা হিসাব ক্রেডিট।
১১। ভাড়া প্রদান করা হল ৬,০০০ টাকা।	ভাড়া নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	৬,০০০ ৬,০০০	ভাড়া ব্যবসায়ের একটি ব্যয় তাই ডেবিট হবে। আর নগদ অর্থ চলে যাচ্ছেছ বলে সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট।
১২। সামি এন্ড কোং এর নিকট থেকে পাওয়া গেল ২৫,০০০ টাকা	নগদান সামি এন্ড কোং	ডেঃ ক্রেঃ	২৫,০০০ ২৫,০০০	নগদ অর্থ পাওয়ার ফলে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই নগদান হিসাব ডেবিট। আবার সামি এন্ড কোং এর নিকট পাওনা (সম্পত্তি) হ্রাস পাচ্ছে তাই ক্রেডিট।
১৩। কর্মচারীদের বেতন দেয়া হল ১৬,০০০ টাকা।	বেতন নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	১৬,০০০ ১৬,০০০	বেতন ব্যবসার একটি খরচ তাই ডেবিট। আর নগদ অর্থ চলে যাওয়ায় সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে তাই নগদান ক্রেডিট।
১৪। সায়েমের পাওনা শোধ করা হল ২০,০০০ টাকা।	সায়েম নগদান	ডেঃ ক্রেঃ	২০,০০০ ২০,০০০	সায়েমের নিকট ব্যবসার দায় হ্রাস পাচ্ছে তাই ডেবিট। অন্য দিকে, নগদ অর্থ চলে যাওয়ায় সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছেছ তাই নগদান ক্রেডিট।
১৫। নাবিল কর্তৃক ১০,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন।	উত্তোলন ক্রয়	ডেঃ ক্রেঃ	১০,০০০ ১০,০০০	উত্তোলনের দ্বারা ব্যবসার আভ্যন্তরীণ দায় (মূলধন) হ্রাস পায় তাই উত্তোলন হিসাব ডেবিট। আর পণ্য উত্তোলনে সম্পত্তি (মজুত পণ্য) হ্রাস পায় বলে ক্রেডিট।

হিসাব শ্রেণীভিত্তিক ও সমীকরণভিত্তিক নিয়ম প্রয়োগ করে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়

নিম্নে উভয় পদ্ধতি প্রয়োগে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যাসহ দেখানো হল ঃ

লেনদেন	সংশ্লিষ্ট হিসাব	হিসাবের শ্রেণী		ডেঃ ক্রেঃ	ব্যাখ্যা	
		সনাতন পদ্ধতি	আধুনিক পদ্ধতি		সনাতন পদ্ধতি	আধুনিক পদ্ধতি
১। ব্যবসায়ের মূলধন আনয়ন করা হল	নগদান মূলধন	সম্পত্তিবাচক ব্যক্তিবাচক	সম্পত্তি দায়	ডেঃ ক্রেঃ	সম্পত্তি আসছে সুবিধা প্রদানকারী	সম্পত্তি বৃদ্ধি মুলধন বৃদ্ধি
২। ব্যাংকে হিসাব খোলা হল	ব্যাংক নগদান	ব্যক্তিবাচক সম্পত্তিবাচক	সম্পত্তি সম্পত্তি	ডেঃ ক্রেঃ	সুবিধা গ্রহণকারী সম্পত্তি চলে যায়	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৩। জিমের কাছ থেকে ধারে পন্য ক্রয়	ক্রয় জিম	নামিক ব্যক্তিবাচক	ব্যয় দায়	ডেঃ ক্রেঃ	ব্যয় সুবিধা প্রদানকারী	ব্যয় বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি
৪। সোহেলের নিকট পণ্য বিক্রয়	সোহেল বিক্রয়	ব্যক্তিবাচক নামিক	সম্পত্তি আয়	ডেঃ ক্রেঃ	সুবধি গ্রহণকারী আয়	পাওনা/ সম্পত্তি বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি
৫। নগদে পণ্য বিক্রয়	নগদান বিক্রয়	সম্পত্তিবাচক নামিক	সম্পত্তি আয়	ডেঃ ক্রেঃ	সম্পত্তি আসছে আয়	সম্পত্তি বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি
৬। ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া হল	ব্যাংক নগদান	ব্যক্তিবাচক সম্পত্তিবাচক	সম্পত্তি সম্পত্তি	ডেঃ ক্রেঃ	সুবিধা গ্রহীতা সম্পত্তি নির্গত	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৭। সোহেলের নিকট থেকে চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেয়া হল।	ব্যাংক সোহেল	ব্যক্তিবাচক ব্যাক্তিবাচক	সম্পত্তি সম্পত্তি (পাওনা)	ডেঃ ক্রেঃ	সুবিধা গ্রহীতা সুবিধা প্রদানকারী	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৮। কমিশন পাওয়া গেল	নগদান কমিশন	সম্পত্তিবাচক নামিক	সম্পত্তি আয়	ডেঃ ক্রেঃ	সম্পত্তি আসছে আয়	সম্পত্তি বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি
৯। পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়	নগদান আসবাবপত্র	সম্পত্তিবাচক সম্পত্তিবাচক	সম্পত্তি সম্পত্তি	ডেঃ ক্রেঃ	সম্পত্তি আসছে সম্পত্তি যাচ্ছে	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
১০। জিমকে চেক দেয়া হল	জিম ব্যাংক	ব্যক্তিবাচক ব্যক্তিবাচক	দায় সম্পত্তি	ডেঃ ক্রেঃ	সুবধি গ্রহীতা সুবিধা প্রদানকারী	দায় হ্রাস সম্পত্তি হ্রাস
১১। ব্যাংক কমিশন চার্জ করল।	ব্যাংক চার্জ ব্যাংক	নামিক ব্যক্তিবাচক	ব্যয় সম্পত্তি	ডেঃ ক্রেঃ	ব্যয় সুবিধা প্রদানকারী	ব্যয় বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
১২। কম্পিউটার ক্রয় করা হল (অফিসের জন্য)	কম্পিউটার নগদান	সম্পত্তিবাচক সম্পত্তিবাচক	সম্পত্তি সম্পত্তি	ডেঃ ক্রেঃ	সম্পত্তি আসছে সম্পত্তি যাচ্ছে	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
১৩। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন	উত্তোলন ক্রয়	ব্যক্তিবাচক নামিক	সম্পত্তি ব্যয়	ডেঃ ক্রেঃ	সুবিধা গ্রহীতা ব্যয় হ্রাস	সম্পদ বৃদ্ধি সম্পদ হ্রাস/ব্যয় হ্রাস
১৪। আলমারী ক্রয়	আলমারী নগদান	সম্পত্তিবাচক সম্পত্তিবাচক	সম্পত্তি সম্পত্তি	ডেঃ ক্রেঃ	সম্পত্তি আসছে সম্পত্তি যাচ্ছে	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
১৫। আবিরের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ	নগদান আবিরের ঋণ	সম্পত্তিবাচক ব্যক্তিবাচক	সম্পত্তি দায়	ডেঃ ক্রে	সম্পত্তি আসছে সুবিধা প্রদানকারী	সম্পত্তি বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি

পাঠ সংক্ষেপ

- ব্যবসায়িক লেনদেন হিসাবভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাব এবং হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয়। হিসাব শ্রেণী ও হিসাব সমীকরণভিত্তিক নিয়মে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করা যায়। উভয় নিয়মে একটি হিসাব ডেবিট বা ক্রেডিট হবে। অর্থাৎ একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৪.৩

১। হিসাবের শ্রেণীভিত্তিক নিয়ম অনুসরণ করে নিম্নোক্ত লেনদেনের ব্যাখ্যাসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করুন ঃ

ক. ৪০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হল।
খ. নগদে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হল।
গ. যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হল ২০,০০০ টাকা।
ঘ. নগদ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হল ২০,০০০ টাকা।
ঙ. মজুরী দেয়া হল ২,০০০ টাকা।
চ. সামির নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় করা হল ২০,০০০ টাকা।
ছ. কমিশন পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।
জ. পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করা হল ২,০০০ টাকা।
ঝ. বেতন দেয়া হল ২,০০০ টাকা।
ঞ. সামিকে পরিশোধ করা হল ১০,০০০ টাকা।

২। হিসাব সমীকরণ ভিত্তিক নিয়মে নিম্নোক্ত লেনদেনের ব্যাখ্যাসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করুন।

ক. কারবারে মূলধন আনা হল ১,৫০,০০০ টাকা
খ. টাইপ মেশিন ক্রয় করা হল ৪০,০০০ টাকা
গ. অগ্রিম বেতন প্রদত্ত হল ১৫,০০০ টাকা
ঘ. নগদে পণ্য ক্রয় করা হল ৫০,০০০ টাকা
ঙ. বশিরের নিকট থেকে ঋণ নেয়া হল ৬০,০০০ টাকা
চ. কামালের নিকট পণ্য বিক্রয় করা হল ৮০,০০০ টাকা
ছ. লভ্যাংশ পাওয়া গেল ১০,০০০ টাকা
জ. অনাদায়ী দেনা ধার্য হল ২,০০০ টাকা
ঝ. পাওনাদারকে প্রদান করা হল ১০,০০০ টাকা
ঞ. মালিক নিজ প্রয়োজনে উত্তোলন করলেন ২০,০০০ টাকা

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪.১	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ঘ	৪। ঘ	৫। ঘ
		৬। ঘ	৭। গ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪.২	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। খ	৪। ক	৫। ক
		৬। ঘ	৭। ঘ	৮। ঘ		